بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

হযরত মুসলেহ মওউদ(রাঃ) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী "তাকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে" এর প্রেক্ষাপটে অর্ন্তদৃষ্টিমূলক বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ)কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০২১ তারিখের

খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

২০ ফেব্রুয়ারী জামা'তে মুসলেহ মাওউদ (রা.)সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপটে স্মরণীয়। এটি একটি দীর্ঘ ভবিষ্যদ্বাণী যাতে হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)এর প্রতিশ্রুত পুত্রের বিভিন্ন গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে যা হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) কে আল্লাহ্তা'লা অবগত করেছিলেন। আজ আমি এর একটি দিক তথা "তাকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে"-এ বিষয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)এর নিজ রচনাবলী, বক্তৃতামালা ইত্যাদির বরাতে কিছুটাবর্ণনা করব। তৌহিদ তথা একত্ববাদের বিষয়ে ১৭ বছর বয়সে তিনি এমন এক বক্তব্য রেখেছেন, খলিফাতুল মসীহ আওয়াল স্বয়ং এর প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন, সম্পূর্ণ নতুন ধরণের গুঢ় তত্ত্বকথা তিনি তুলে ধরেছেন।

১৯০৭ সালের মার্চ মাসে তাঁর বয়স যখন কেবল ১৮ ছিল তখন হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) 'মুহাব্বতে ইলাহী' নামক এক সুমহান প্রবন্ধ রচনা করেন যা পরবর্তীতে পুস্তকাকারেও প্রকাশ করা হয়েছে। সেই প্রবন্ধ দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, কীভাবে আল্লাহ্তা'লা প্রারম্ভেই তথা কৈশরেই বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাঁকে সমৃদ্ধ করা শুরু করেন। তিনি (রা.) বলেন, ভালোবাসার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্তা'লা মানব সৃষ্টি করেছেন, আর মানব সৃষ্টির মূখ্য উদ্দেশ্যই হলো খোদাতা'লার ভালোবাসায় বিভোর হওয়া আর সেই চীরস্থায়ী জীবনদানকারী সমুদ্রে সদা ডুব দিতে থাকা। পরকালের চীরস্থায়ী জীবন কোনটি? ভালোবাসার কারণেই মানুষ পাপ থেকে রক্ষা পায় আর আধ্যাত্মিক পদমর্যাদার ক্ষেত্রে উন্নতি করতে থাকে আর ভালোবাসাই খোদাকে সনাক্ত করার কারণ হয়। ভালোবাসা ব্যতীত মানুষ খোদাতা'লার মর্ম উদঘাটন ও খোদা সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতেই পারে না।

পরিশেষে তিনি ইসলামের জীবিত খোদার যে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন তা হল ঃ কেবল ইসলামের খোদাই ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে আজও মানুষের পথ প্রদর্শন করে থাকেন-যেভাবে তিনি পূর্বে করতেন আর এটিই চীরঞ্জীব খোদার সবচেয়ে বড় গুণাগুণ। তিনি (রা.) লিখেন, "আমি 'মহব্বতে ইলাহী' (ঐশীপ্রেম) শব্দের ব্যাপারে যতই চিন্তা করি, ততই হৃদয়ে এক বিশেষ স্বাদ পাই ও অভিভুত হই যে ইসলাম ধর্ম কতই না সুন্দর, যা আমাদেরকে এমন এক আশীর্বাদের সন্ধান দিয়েছে, যদ্বারা আমাদের হৃদয় ও মন-মস্তিষ্ক আলোকিত হয়ে উঠে। ইসলামের শিক্ষা আমাদের ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের জন্য মলমের মত কাজ করে। ইসলাম যদি না থাকতো, তাহলে সত্যান্বেষীরা জীবিত অবস্থাতেই যেন মারা যেতো, আর যাদের হৃদয়ে ঐশীপ্রেমের আকর্ষণ রয়েছে তাদের মেরুদণ্ডই ভেঙে যেতো। যখন এক খোদার সাথে প্রেমসূত্রে আবদ্ধ মানুষ দেখে যে, 'সেই সত্ত্বা-যার প্রতি আমি ভালবাসা রাখি, তিনি এক-একটি অণু-পরমাণুকে দেখেন এবং মনের কথা পর্যন্ত জানেন; তিনি শোনেন এবং কথা বলেন, আর তিনি তাঁর প্রেমিকদের

প্রতিদান দেয়ার বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান–তখন সে উক্ত ভালোবাসার কারণে নিজ অন্তরে এক আনন্দ লাভ করে এবং বিশেষ স্বাদ অনুভব করে।"

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) ২৮ ডিসেম্বর, ১৯০৮ তারিখের জলসায় 'আমরা কীভাবে সফলতা অর্জন করতে পারি'এ বিষয়ে এক তত্ত্বসমৃদ্ধ বক্তৃতা প্রদান করেন। এই চিন্তাধারা এক উনিশ বছরের যুবকের! "প্রত্যেক ব্যক্তির একথা ভাবা উচিত যে খোদা আমাকে কেন সৃষ্টি করেছেন। আর যেহেতু প্রত্যেক মানুষের জন্যই মৃত্যু অবধারিত; তাই এটা দেখতে হবে যে, মৃত্যুর পর কী হবে? মানুষ যেখানে গুটিকয়েক দিনের ইহজীবনের জন্য এত চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা করে, তাহলে সেই অনন্ত জীবনের জন্য কি কোন (চেষ্টা-প্রচেষ্টার) প্রয়োজন নেই?" অর্থাৎ পরকালের জীবন, যা অনন্ত জীবন, সেটির-কি কোন প্রয়োজন নেই; আর সেটির জন্য কি আমাদের কোন প্রস্তুতি নেয়ার দরকার নেই? অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন! তিনি (রা.) পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে স্পষ্ট করেন, "মানুষ এক তুচ্ছ ক্রয়-বিক্রয়ের সময়েও খুব সতর্কতা অবলম্বন করে এবংসবসময় সেটি-ই ক্রয় করে- যা উপকারী ও লাভজনক হয়। অতএব সেই ব্যক্তির জন্য কতটা পরিতাপ যে এমন ব্যবসা করে না–যাতে লাভ লক্ষ নয়, কোটি নয় বরং সীমাহীন!"

১৯১৬ সালের জলসায়, খিলাফতে সমাসীন হবার পর দ্বিতীয় বছরে তিনি (রা.) 'যিকরে ইলাহী' (খোদার স্মরণ) বিষয়ে বক্তৃতা করেন, যাতে তিনি (রা.) অত্যন্ত অভিনব ও হৃদয়গ্রাহী উপায়ে যিকরে ইলাহী ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উল্লেখ করতঃ যিকরে ইলাহী বলতে কী বোঝায়, এর আবশ্যকতা, এর প্রকারভেদ ও উপকারিতার বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি (রা.) স্পষ্ট করেন যে, যিকর চার প্রকারের হয়ে থাকে; প্রথম যিকর হল নামায, দ্বিতীয় পবিত্র কুরআন পাঠ, তৃতীয় আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী বর্ণনা করা, সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করা ও স্বীকার করা এবং নিজ ভাষায় সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা করা। চতুর্থ, খোদাতা'লার গুণাবলী নির্জনে-নিভৃতে বর্ণনা করা, অভিনিবেশ করা এবং মানুষের মাঝেও সেগুলো প্রকাশ করা। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি যিকরে ইলাহীর আকর্ষণীয় করে তোলার উপায় এবং যিকরে ইলাহীর বিশেষ সময়ও বর্ণনা করেন যে, কোন্ কোন্ সময় ও পদ্ধতি রয়েছে। এই বক্তৃতাতেই তিনি তাহাজ্জুদের নামাযে নিয়মিত হওয়ার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেন এবং এর ব্যবস্থা হাতে নেয়ার জন্য ডজনের অধিক উপায় বাতলে দেন যে, কীভাবে আমরা নিয়মিতভাবে তা পড়তে পারি।

'আল্লাহ্তা'লার রবুবিয়্যত (লালন-পালনকারী গুণ) মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকে আবেষ্টন করে রেখেছে'-এই বিষয়ে তিনি (রা.) পাটিয়ালায় বক্তব্য রাখেন, যার সারসংক্ষেপ হল–৯অক্টোবর ১৯১৭ তারিখে পাটিয়ালায় তিনি এই বক্তৃতা প্রদান করেন এবং আল্লাহ্তা'লার অস্তিত্ব, ইসলাম ও পবিত্র কুরআনের সত্যতা এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)এর সত্যতা আল্লাহ্তা'লার 'রবুবিয়্যত' বৈশিষ্টের আলোকে প্রমাণ করেন। হুযূর (রা.) বলেন, "আল্লাহ্তা'লার গুণাবলী তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ; ঐশী গুণাবলীর প্রতি অভিনিবেশের ফলে এবং সেসব মহান কুদরত-যেগুলোপ্রতিনিয়তপ্রকাশিত হচ্ছে-সেগুলো পর্যবেক্ষণের ফলে মানতেই হয় যে, নিঃসন্দেহে এক মহাজ্ঞানী, বুদ্ধিমান, কৃপালু ও দয়ালু সত্তা বিদ্যমান আছেন।

এরপর **'ইসলাম মেঁ ইখতেলাফাত কা আগায'** বিষয়ে তাঁর একটি বক্তৃতা রয়েছে। এটি তিনি ১৯১৯ সনে মর্টান হিস্টোরিকাল সোসাইটির এক সভায় লাহোরের ইসলামিয়াকলেজ প্রদান করেন। এই বিষয়ের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে হুযূর বলেন, ইসলামে মতভেদের ভিত্তি রচিত হয়েছিল মহানবী (সা.)এর ইন্তেকালের ১৫ বছর পর। তিনি বলেন, ইসলামে নৈরাজ্যের মূল কারণ কতিপয় বিশিষ্ট সাহাবী (রা.) ছিলেন–এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। হুযূর এই প্রবন্ধে হযরত উসমান (রা.)এর প্রাথমিক অবস্থা এবং মহানবী (সা.)এর দৃষ্টিতে হযরত উসমান (রা.)এর মকাম ও মর্যাদা কী ছিল, নৈরাজ্য বা বিশৃঙ্খলার সূচনা কোত্থেকে হলো, ইসলামী খেলাফত একটি ধর্মীয় ব্যবস্থাপনা ছিল আর সাহাবীদের সম্পর্কে কুধারণার কোন কারণ ছিল না–এসব বিষয়ে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নৈরাজ্যের মূল কারণ এবং হযরত উসমান (রা.)এর যুগে এই নৈরাজ্য আরম্ভ হওয়ার কারণ ও হেতু বর্ণনা করেছেন। নৈরাজ্যের মূল হোতা আব্দুল্লাহ বিন সাবার প্রকৃত স্বরূপ আর সেযুগে কুফা বসরা ও সিরিয়া এবং এসব অঞ্চলের মুসলমানদের সাধারণ মনমানসিকতা বা ধ্যান-ধারণার ওপরও আলোকপাত করেছেন।

উক্ত পুস্তকের প্রথম প্রকাশে ইসলামিয়া কলেজ লাহোরের প্রফেসর সৈয়দ আব্দুল কাদেরএম-এ সাহেব ভূমিকা বা মন্তব্য প্রকাশ করেন যাতে তিনি লিখেছেন, যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবের নামই যথেষ্ট নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, এই বক্তৃতা অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ছিল।

ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে আমিও কিছুটা জ্ঞান রাখি। তাই আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলতে পারি, মুসলমান হোক বা অমুসলমান-এমন ঐতিহাসিকই খুব কমই আছেন যারা হযরত উসমান (রা.)এর খিলফতকালের মতবিরোধের গভীরে পৌঁছুতে পেরেছে আর এ ধ্বংসাত্মক এবং প্রথম গৃহযুদ্ধের স্বরূপ বুঝতে সক্ষম হয়েছে। হযরত মির্যা সাহেব কেবল এই গৃহযুদ্ধের কারণ বুঝতেই সক্ষম হন নি বরং তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় সেসব ঘটনা বর্ণনা করেছেন-যার ফলে দীর্ঘকাল পর্যন্ত খিলাফতের প্রাসাদ কম্পমান ছিল। আমার মনে হয়, ইতিপূর্বে এমন যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ ইসলামের ইতিহাসে আগ্রহীদের সামনে হয়ত কখনো হয় নি। প্রকৃত কথা হল, হযরত উসমান (রা.)এর খিলাফতকালের সত্য ইতিহাস যত অধ্যয়ন করা হবে ততই এটি শিক্ষণীয় ও সমাদরযোগ্য সাব্যস্ত হবে।

অতঃপর হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) কাদিয়ানের জলসা সালানার প্রাক্কালে মসজিদে নূরে 'তকদীরে ইলাহী'বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এর সারাংশ হলো, এটি ১৯১৯ সালের জলসা সালানায় প্রদত্ত একটি বক্তৃতা। 'তকদীরে ইলাহী' বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন এবং সূক্ষ্ম একটিবিষয়, এ সম্পর্কে তিনি (রা.) পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। এটি ছিল ধর্মীয় জ্ঞানের এক অপূর্ব শৈলী। তকদীর বা অদৃষ্ট-সংক্রান্ত বিষয়ের গুরুত্ব এবং মহানবী (সা.)এর বিভিন্ন উক্তি উপস্থাপনের পর তিনি (রা.) এ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করে বলেন, তকদীর বাস অদৃষ্টের ভালোমন্দে বিশ্বাস এবং আল্লাহ্‌তা'লার অস্তিত্বে ঈমান আনয়ন করা পরস্পর পরিপূরক। এরপর তিনি (রা.) তকদীর বা অদৃষ্টের ভালমন্দে বিশ্বাসসংক্রান্ত বিতর্কিত বিষয়টি উল্লেখ করে মহানবী (সা.)এর কতক উক্তির মাঝে সামঞ্জস্য স্থাপন করে দেখিয়েছেন। এরপর তকদীরের বিষয়টি না বুঝার ফলে মানুষ যেসব হোঁচট খেয়েছে বা ভুল করেছে-তা তুলে ধরেছেন। এরপর তিনি (রা.) 'ওয়াহদাতুল উজুদ'-এর আকীদার ভ্রান্তিসমূহ তুলে ধরে কুরআনের ৬টি আয়াতের মাধ্যমে অতি সূক্ষ্ম ও অকাট্য যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করে এই বিশ্বাসের খণ্ডন করেন। এরপর এর অন্যান্য বাড়াবাড়িরও খণ্ডন করেন এবং দলিল-প্রমাণের নিরিখে এভ্রান্ত ধারণারও অপনোদন করেন যে, আল্লাহ্‌তা'লা কিছুই করতে পারেন না বরং চেষ্টাপ্রচেষ্টাই সবকিছু। ঐশী জ্ঞান এবং ঐশী তকদীরকে গুলিয়ে ফেলার কারণে মানুষ যেসব ভুল করেছে সেগুলো নিখুঁত পর্যালোচনার মাধ্যমে এ বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে খোলাসা করেছেন। তিনি (রা.) তকদীর সম্পর্কে ৭টি আধ্যাত্মিক পদমর্যাদার কথাও এখানে তুলে ধরেছেন। মানুষ ঐশী তকদীরের বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে এবং এর দাবিসমূহ পূরণের মাধ্যমে এসব পদমর্যাদা লাভ করতে পারে।

এরপর তাঁর (রা.) আরেকটি বক্তৃতা রয়েছে 'মালায়েকাতুল্লাহ্'-সম্পর্কে। এটি তিনি ১৯২০ সালের ২৮ ডিসেম্বর প্রদান করেছিলেন আর বাইতুন নূর (মসজিদে) ২ দিন ধরে এ বক্তৃতা প্রদান করেন। হুযূর (রা.) এখানে পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে ফিরিশতার বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তা, তাদের প্রকারভেদ, তাদের দায়িত্ব কর্তব্য ছাড়াও ফিরিশতাদের অস্তিত্বের বাস্তবতার প্রমাণ এবং তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন সন্দেহ ও আপত্তির বিস্তারিত এবং যুক্তিপ্রমাণ ভিত্তিক উত্তর প্রদান করেছেন। প্রবন্ধের শেষের দিকে হুযূর (রা.) ফিরিশতাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং তাদের মাধ্যমে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার ৮টি পন্থা বর্ণনা করেছেন।

১৯২১ সনে তিনি আরেকটি বক্তৃতা প্রদান করেন, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তার এই বক্তৃতায় আল্লাহ্‌তা'লার অস্তিত্বের ৮টি দলিল এবং এগুলোর ওপর আরোপিত আপত্তির উত্তর প্রদান করেন। খোদাতা'লার গুণাবলীর মাধ্যমে খোদাতা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ তুলে ধরেন এবং ঐশী গুণাবলীর বিভিন্ন ধরণ সম্পর্কেও বর্ণনা করেন। আল্লাহ্‌তা'লা সম্পর্কে তিনি ইউরোপবাসীদের চিন্তাধারা, জরাতুষ্ঠদের চিন্তাধারা, হিন্দুদের চিন্তাধারা এবং আর্যদের চিন্তাচেতনার বিপরীতে ইসলামের খোদা সম্পর্কিত শিক্ষামালা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও হুযূর তাঁর এই বক্তৃতায় শিরকের সংজ্ঞা এবং এরবিভিন্ন ধরণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে সেগুলোর খণ্ডন উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া খোদা দর্শন, (খোদা) দর্শনের স্তর ও মার্গ, এর উপকারিতা এবং এই দর্শন লাভের পন্থা ও মাধ্যম সম্পর্কেও আলোচনা করেন।

এরপর তিনি (রা.) ১৯২১ সনে 'তোহ্‌ফায়ে শেহ্‌জাদা ওয়েল্‌স' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন আর ওয়েল্‌সের যুবরাজের ভারতবর্ষে আগমন উপলক্ষে তাকে তা (উপহার) দেয়া হয়। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই সংক্ষিপ্ত জ্ঞানগর্ভ রচনায় সমসাময়িক সরকারের প্রতি বিশ্বস্ততার অঙ্গীকারের পাশাপাশি নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং আহমদীয়া জামা'তের শিক্ষা, ইতিহাস আর এটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। (পুস্তকের) শেষের দিকে

রসূল (সা.)এর সুন্নতের অনুসরণে বৃটিশ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীর নিকট ইসলামের বাণী অত্যন্ত মর্মস্পর্শী পন্থায় পৌঁছে দিয়ে তাকে ইসলামের প্রতি আমন্ত্রণ জানান। যুবরাজ ওয়েল্স হুযূরের পক্ষ থেকে প্রেরিত এই উপহারটি সাদরে গ্রহণ করেন এবং তার চীফ সেক্রেটারীর মাধ্যমে এর কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন করেন। আর যেভাবে পরবর্তী সময়ে প্রাপ্ত বিভিন্ন সংবাদ থেকে জানা গেছে যে, বইটি পড়তে পড়তে কোন কোন স্থানে তার চেহারা গোলাপের মত প্রস্ফুটিত হয়ে যেত। অনুরূপভাবে তার এ্যাডিকং একথাও বলেছে যে, তিনি বইটি পড়তে পড়তে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তেন। অতএব এর কিছু দিন পরই তিনি খ্রিষ্টধর্মের প্রতি সুস্পষ্টভাবে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

অনুরূপভাবে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম, তাঁর ১৯২৪ সনে প্রদত্ত তাঁর একটি বক্তৃতা, এই বইয়ের সারাংশ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)এর এর উপস্থিতিতে হযরত চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব উক্ত কনফারেন্সে পাঠ করে শুনান। এই বক্তৃতা এমন অনন্য ও অতুলনীয় ছিল যে, খ্রিষ্ট ধর্মের বড় বড় নেতারাও অবলীলায় বলে উঠে যে, নিঃসন্দেহে এই বক্তৃতায় যেসব বিষয়াদি তুলে ধরা হয়েছে তা তরবীয়ত, যুক্তিপ্রমাণ এবং নিজ বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্যের দিক থেকে অনন্য ও অতুলনীয়।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ যাহোক, আমি এখানে (তাঁর) ১৮ বছর বয়স থেকে ৩৫ বছর বয়স পর্যন্ত জ্ঞান ও মা'রেফতের মনিমুক্তোর কয়েকটি ঝলক উপস্থাপন করলাম মাত্র। যেসব কথা আমি বর্ণনা করেছি, তা মাত্র উক্ত ১৭ বছর সময়কালের কথা। আর তিনি (রা.) যা কিছু বর্ণনা করেছেন আমি তার শত ভাগের একভাগও বর্ণনা করতে পারি নি। এগুলোতে জ্ঞান ও তত্ত্বের ঝর্ণাধারা বয়ে যাচ্ছে। অতএব এই ভাণ্ডারও জামা'তের সদস্যদের পাঠ করা উচিত। আল্লাহ্তা'লা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)এর পদমর্যাদা ক্রমশ উন্নীত করুন।

পাকিস্তানের পরিস্থিতির (উন্নতির) জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্তা'লা সেখানকার অধীবাসীদেরও শান্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের তৌফিক দিন আর বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণ ও ষড়যন্ত্রকে নিজ কৃপায় ব্যর্থ বা নিশ্চিহ্ন করে দিন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. عِبَادَ اللّٰهِ
رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
19 February 2021

Makeup & Distribute FROM
AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org